দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ....

পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

ছাত্র ভর্তির নাম মুরগি ধরা!

কামরুল হাসান/মুনতাসীর মারুফ

কোচিং সেন্টারগুলোর প্রতারণার রয়েছে নানা ধরন। অভিজ্ঞ শিক্ষক ও উন্নত পাঠদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হলেও কিছুদিন পরে তা অসার প্রমাণিত হয়। এর ভিতরে গড়ে উঠে প্রাইভেট পড়ানোর আরেক বাণিজ্য। কোচিং ছাত্রদের ভাগিয়ে নিয়ে যায় তথাকথিত শিক্ষকরা। এসব শিক্ষকের হাত ধরে ভর্তি পরীক্ষায় প্রবেশ করছে দুর্নীতি। কোন কোন কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে অভিযোগ রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার।

শিমুল নামের এক ছাত্র জনকণ্ঠকে বলেছেন, কোচিং সেন্টারে যারা ক্লাস নেয় তারা মূলত বিভিন্ন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এরা পার্টটাইম ক্লাস নেয়। কিন্তু দেখা যায় ক্লাসের ফাঁকে ওইসব "শিক্ষক" কোচিংয়ের বদনাম করে নিজেদের জন্য ছাত্র সংগ্রহ করে। পরে সেসব ছাত্রকে তারা আলাদাভাবে প্রাইভেট পড়ায়। কোচিংয়ের ভাষায় বলে 'কোচিংয়ের মধ্যে কোচিং'। এসব করতে গিয়ে অনেক শিক্ষক কোচিং করতে আসা ছাত্রীদের সাথে অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছে এমন অভিযোগও রয়েছে। কয়েক বছর আগে শুভেচ্ছা কোচিং সেন্টারের কয়েকজন শিক্ষককে বের করে দেয়া হয় ছাত্রছাত্রী ভাগানোর অভিযোগ এনে। ক্লাসিক নামের কোচিং সেন্টারেও এ ঘটনা ঘটেছে। অভিযোগ রয়েছে, এসব শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের অনৈতিক কর্মকাণ্ডে

কোচিং সেন্টারের অনেক শিক্ষক জড়িয়ে পড়েছেন অনৈতিক কর্মকাণ্ডে

জড়িত। তারা ভর্তি পরীক্ষায় ভাল ছাত্রদের সাথে অন্য ছেলেদের সিট বসানোর অবৈধ কাজটিও করে গোপনে। অনেক সময় পাশাপাশি সিট না বসলে পরীক্ষার আগের রাতে এরা হলের পিয়ন দারোয়ানদের ম্যানেজ করে কাগজ কলম আর আঠা নিয়ে সিট উঠিয়ে নতুন নম্বর বসায়। আবার দেখা যায় বড় অঙ্কের চুক্তির বিনিময়ে একজন বুয়েট বা মেডিক্যালের মেধাবী ছাত্রের পাশাপাশি সিট বসায় অন্য ছাত্রদের। এভাবে গ্রুপ তৈরি হয়। দেখা যায় পরীক্ষার সময় তার খাতা দেখে গ্রুপের সবাই লিখছে। কোচিং সেন্টারগুলোর এরকম ব্যবসা ওপেন সিক্রেট। কিছুদিন আগে মুরাদ হোসেন নামে মেডিক্যালে ভর্তি কোচিং সেন্টারের এক মালিক তার লিফলেটে লিখেছে, 'বিশেষ কিছু জেলার আওতায় পরীক্ষা দিলে কম নম্বরে চান্স পাওয়া যায়, সে সুযোগ করে দেয়া, পরীক্ষায় আসন ঠিক করে দেয় এবং পরীক্ষার হলে প্রশ্নপত্রের সেট এক করে দেয়ার ব্যাপারে সহায়তা করা হবে'। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে তারা জাল সনদের মাধ্যমে জেলা কোটায় ছাত্র ভর্তি করায়।

কোচিং সেন্টারের ভর্তি ফী আদায়ের ব্যাপারে কোন

বিদ্যাবাণিজ্য

নিয়মনীতি নেই। এই সুযোগে কোচিংয়ের দালাল ছাত্ররা কম টাকা নিয়ে ভর্তি করতে পারবে বলে লোভ দেখিয়ে ছাত্রদের টেনে আনে। কোচিংয়ের ভাষায় এ ধরনের কাজকে বলে 'মুরগি ধরা'। ছাত্র ভর্তির বিনিময়ে একটি মোটা অংশের কমিশন পায়।

কোন কোন কোচিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে তারা কোচিংয়ের নামে সাধারণ ছাত্রদের এনে মৌলবাদী রাজনীতিতেও জড়ায়। এ ধরনের অভিযোগ ছিল রেটিনা নামের কোচিং সেন্টারটির বিরুদ্ধে। চট্টগ্রামে এইট মার্ডারের পর সেখানে রেটিনার কার্যক্রম বন্ধ করে দেয় পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল রেটিনার লোকজন ছাত্র শিবিরের কর্মী, যারা এই হত্যা ঘটনার সাথে জড়িত। অবশ্য ঢাকায় তারা এ অভিযোগ স্বীকার করেনি। তবে জানা গেছে, গত মে মাসেও চট্টগ্রামে পুলিশ রেটিনা নতুন করে কার্যক্রম শুরু করলে সেটিও বন্ধ করে দেয় একই অভিযোগে।

কোচিং সেন্টারগুলোর আরেকটি প্রতারণা হলো 'স্পেশাল ব্যাচ'। কয়েকজন ছাত্র জানায়, নামে স্পেশাল হলেও নিয়মিত ক্লাসের সাথে এর কোন পার্থক্য থাকে না। কোন কোন কোচিং সেন্টার মূলত এ কথা বলে ছাত্রদের কাছ থেকে বেশি টাকা আদায় করে। আসলে প্রথম দফা ফী প্রদানের পর ছাত্রদের আর কিছুই করার থাকে না। কোচিং সেন্টার থেকে যে সব লেকচার শীট আর গাইড বই দেয়া হয় তাও থাকে ভুলে ভরা। আর এর মানও খুব খারাপ। কিছুদিন ব্যবহার করলে এগুলো আর ধরা যায় না। আবার একই নামে একাধিক কোচিং সেন্টার গড়ে উঠেছে। ঢাকার বাইরে দেখা যায় একই নামে আরেকটি সেন্টার গড়ে উঠেছে, কিন্তু ঢাকার সেই সেন্টারটির সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। নাম বিভ্রান্তির উদাহরণ রয়েছে রাজধানীতেও। ক্লাসিক কোচিং সেন্টার আর ক্লাসিক টিউটোরিয়ালস নামের দুটি কোচিং রয়েছে, এর কোনটি সঠিক তা সাধারণ ছাত্ররা জানে না। কারণ দুটি সেন্টারই কেবল ক্লাসিক শব্দটিকে বড় করে প্রচার করে এবং একটি প্রতিষ্ঠান পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে অপরটিকে প্রতারক বলে দাবি করেছে। এ কারণে ছাত্রছাত্রীরা বিভ্রান্ত হচ্ছে। এত কিছুর পাশাপাশি চলে কোচিং সেন্টারগুলোর অভ্যন্তরীণ বিরোধ। কয়েক দিন আগে এরকম একটি ঘটনায় প্রতিপক্ষ কোচিংয়ের ভাড়াটে সন্ত্রাসীদের হাতে ছুরিকাহত হন প্রাইমেট কোচিংয়ের মালিক ডা. জহির।

কোচিং সেন্টারে ক্লাস চলছে —জনকণ্ঠ